দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

প্রবীরকুমার বৈদ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০০০৬

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১৭৭

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

Debiprasanna Roychowdhury
(Sahitya-Sadhak-Charitmala : 177)
by
Prabirkumar Baidya

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪২৫ জুলাই ২০১৮

ISBN : 978-93-84816-71-1

প্রকাশক
রতনকুমার নন্দী
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মুদ্রক
প্রত্যুষ পাবলিকেশন
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০৯

মূল্য : ৮০ টাকা

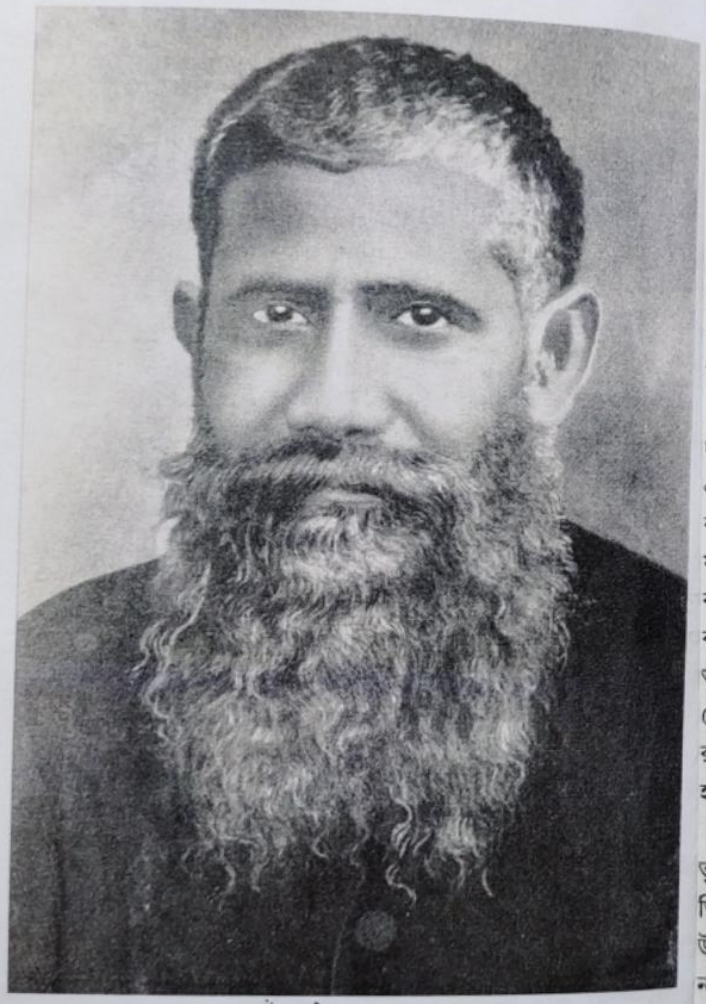

জন্ম : ২৩ পৌষ ১২৬০ সাল মৃত্যু : ১৮ আশ্বিন ১৩২৭ সাল

জন্ম : বংশপরিচয়

১২৬০ বঙ্গাব্দের ২৩ পৌষ (৮ জানুয়ারি ১৮৫৪) বৃহস্পতিবার বরিশাল জেলার কাশীপুর গ্রামে মামাবাড়িতে দেবীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার উলপুর গ্রামে। বংশপরম্পরায় তাঁদের জমিদারি ছিল, সেজন্য তাঁরা বঙ্গজ কায়স্থ বসু হলেও মুসলমান রাজত্বকাল থেকে রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত।

যে পাঁচজন কায়স্থ সন্তান প্রথম বঙ্গদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দশরথ বসুর নাম পাওয়া যায়। দেবীপ্রসন্ন দশরথ বসুর ২৪তম উত্তরপুরুষ। এই বংশের গোপাল বসু ধর্মসাধনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল বারাণসীতে বসবাস করেন। সেখানে তিনি একে একে ২২টি পুরশ্চরণ ও নানারকম যাগযজ্ঞ করেন। তাঁর শুদ্ধাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য কায়স্থ সমাজে বসু বংশ বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। কথিত আছে এই বংশের রঘুনন্দন বসু বিক্রমপুরে কোন এক আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার পথে উজানীর রাজবাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা ভোজন দক্ষিণা হিসাবে রঘুনন্দনকে সাতখানি মৌজা দান করেন এবং রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে এই ৭টি মৌজা ২৭টি মৌজাতে পরিণত হয়েছিল।

রায়চৌধুরী পরিবার বিভিন্ন দিক থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। রঘুনন্দনের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম দীঘি খনন করে বিলের মধ্যে শ্মশানভূমি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম উলপুরে কবিরাজ আনেন সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য। উলপুরে প্রথম কোঠাবাড়ি নির্মাণ করেন কৃষ্ণরামের মধ্যম পুত্র নন্দরাম। নন্দরামের স্ত্রী সহমরণে গেলে তাঁদের কন্যা পরমেশ্বরী মায়ের সহমরণ-শ্মশানে মঠ নির্মাণ করেন। বরিশালের উকিল সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, লেখক